গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা
www.mos.gov.bd

বিষয়: বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা,২০২১ (খসড়া) প্রণয়ন সংক্রান্ত অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ০৩-০৯-২০২১ খ্রি.।
সময় : বিকাল ০৩.০০ টা।
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ: পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব এ.টি.এম. মোনেমুল হক সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রস্তাবিত খসড়া বিধিমালা প্রণয়নের বিস্তারিত প্রেক্ষাপট সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবকৃত খসড়া বিধিমালার উপর মতামত প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট Stakeholder গণের মতামত চাওয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত মতামতসমূহ সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) কর্তৃক প্রদত্ত মতামত সভাকে অবহিত করার জন্য সভায় উপস্থিত বিএসসির প্রতিনিধিকে সভাপতি অনুরোধ জানান।

২.১। বিএসসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কমডোর সুমন মাহমুদ সাব্বির সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি তহবিলের অর্থে CFR (Cost & Freight)/সমজাতীয় পদ্ধতিতে পণ্য আমদানি করার ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে চুক্তি সম্পাদন করা হচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা-৩ (১) (ক) প্রতিপালিত হচ্ছেনা। যার ফলে পণ্য সরবরাহকারীর ইচ্ছানুযায়ী বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ দ্বারা সরকারি পণ্য পরিবহণ হচ্ছে এবং আইনের সুফল প্রাপ্তি হতে দেশীয় পতাকাবাহী জাহাজ ক্রমাগত বঞ্চিত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর খাতে আমদানিকৃত প্রোডাক্ট অয়েলসমূহ (বছরে প্রায় ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন) বিএসসি'র জাহাজে পরিবহন করার প্রচেষ্ট নেয়া হলেও সিএন্ডএফ আমদানি চুক্তিতে জাহাজ ভাড়া Ocean freight এবং কার্গোমূল্য পৃথকভাবে স্পষ্টীকরণ না থাকায় বিগত ০৩ (তিন) বছর যাবৎ সরকারি পণ্য (রিফাইন্ড প্রোডাক্ট অয়েল) পরিবহনে বিএসসি বঞ্চিত হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তা প্রতিপালিত হচ্ছেনা। তাই দেশীয় পতাকাবাহী জাহাজের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত সরকারি তহবিলের অর্থে CFR (Cost & Freight)/সমজাতীয় পদ্ধতিতে পণ্য আমদানি করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৩০/১২/১৯৮৯ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী প্রস্তাবিত বিধিমালায় সুস্পষ্ট করার জন্য সভাকে অনুরোধ জানান।

২.২। সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসি'র পক্ষে জনাব মুহাম্মদ রেজাউল করিম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (চার্টারিং), সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি তহবিলের অর্থে সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্য জাতীয় শিপিং সংস্থা হিসেবে বিএসসি'র মাধ্যমে সম্পাদন করার নিমিত্ত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০/০৪/১৯৭৩ তারিখের স্মারকমূলে বিএসসিকে ক্ষমতা অর্পন করা হয়। তৎপরবর্তীতে ২১.১২.১৯৮৫ তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রনীত চার্টারিং কমিটির Ground Rule এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সংশোধনীর আলোকে গঠিত আন্তঃমন্ত্রনালয় দরপত্র মূল্যায়ন/চার্টারিং কমিটি'র মাধ্যমে সরকারি তহবিলের অর্থে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের সার্বিক কার্যক্রম বিএসসি প্রতিপালন করে আসছে। বিএসসি'র উপর অর্পিত দায়িত্বটি বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এর ধারা ৩(২) এবং প্রজ্ঞাপন নং-১৮.০০.০০০০.০২৩.২৬.০৩১.১৭-১১৫, তারিখ: ২৪/০৯ /২০২০ এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট করা আছে। এ পর্যায়ে বিএসসির প্রতিনিধি সভাকে আরও অবহিত করেন যে, বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এর ধারা ৩(২)-কে অধিকতর

পত্র পৃষ্ঠা ১/৩

ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বিধিমালা কোনভাবেই মূল আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া সমীচীন হবে না এবং তা বিদ্যমান অপরাপর আইন ও বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। যেহেতু প্রস্তাবিত বিধিমালায় উল্লিখিত বিধি-৬ এর উপবিধি-১ এর উদ্ধৃতাংশ পাবলিক প্রকিউরম্যান্ট আইন, ২০০৬ এবং প্রতিযোগিতা আইন,২০১২ এর সুস্পষ্ট লংঘন সেহেতু উক্ত বিধির উদ্ধৃতাংশটুকু বাদ দেয়ার জন্য সভাকে অনুরোধ জানান এবং তৎপরিবর্তে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন-বিধি এবং চার্টারিং কমিটির Ground Rule এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিধি-৬(১)-টি বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বিএসসি'র প্রস্তাবমতে সংশোধন করার জন্য সভাকে অনুরোধ জানান।

২.৩। সভাপতির অনুমতিক্রমে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক)-এর চেয়ারম্যান, রিয়াল অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান,এনপিপি, বিসিজিএমএস, এনডিসি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রস্তাবিত বিধিমালার বিধি ২ এর ঠ এ বন্দরের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ বিষয়ে চীফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর বলেন যে, বন্দরের সংজ্ঞা বিধিমালায় আনা উচিত হবে না, কারণ চট্টগ্রাম বন্দর এর প্রস্তাবিত সংজ্ঞায় উপকূলীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহন করা যাবে না। এছাড়াও চেয়ারম্যান, চবক প্রস্তাবিত বিধি ৪(১), ৬(২), ৬(৪), ৬(৫), ৯, ও ১০ পুন:লিখন প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। প্রস্তাবিত ধারা ৬(৪) পুন:লিখন সম্পর্কে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ধারা ৬(১) এর ক্ষেত্রে দরপত্রে প্রস্তাবিত দর সর্বনিম্নদরের অনধিক ১৫ শতাংশ হইলেই কেবল উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী উপযুক্ত বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ সুযোগ পাইবে। বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ দ্বারা বাহিত পণ্যের পরিমাণ অনূন্য ৫০ শতাংশ পরিমাণ অতিবাহিত হইলে অথবা অন্য কোন সরকারি সিদ্ধান্তে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এখানে উল্লেখিত ১৫ শতাংশের ব্যবধান পরিবর্তন করে ২০ শতাংশ করিতে পারিবে। এ ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ এর প্রতিনিধিগণ জানান যে, ১৫ শতাংশের বিষয়ে অনেকেরই অমত রয়েছে যা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে প্রতিপালন নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে যাবে। প্রস্তাবিত বিধিমালার ধারা ১০ এর পুন:লিখনের বিষয়ে চেয়ারম্যান, চবক বলেন যে, প্রস্তাবিত বিধি ১০ উপধারা (ক) সংযুক্ত করা যেতে পারে। যেখানে উল্লেখ থাকবে-(ক) দন্ড-

> (১) কোনো জাহাজ এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো পণ্য পরিবহন করিলে উক্ত জাহাজের মালিক এবং ভাড়াকারী উক্ত পণ্য পরিবহণের ভাড়ার অধিক নহে এইরূপ অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।
>
> (২) যদি অন্য কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনপূর্বক উপধারা (১) এর অধীন দন্ডযোগ্য না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যুক্তিসংগত জরিমানার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা যাইবে।

এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, সাধারণত বিধিমালায় দন্ডের পরিমাণের বিষয় উল্লেখ থাকে না, যেহেতু মূল আইনে দন্ডের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে তাই এ বিষয়ে বিধিমালায় পরিবর্তন আনতে হলে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করতে হবে।

২.৪। সভায় ক্যাপ্টেন সৈয়দ সোহেল হাসনাত, পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশন বলেন যে, বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা, ২০২১ (খসড়া)টি চূড়ান্তভাবে প্রণয়নের পূর্বে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কমিটি গঠন করা সমীচীন হবে। নৌপরিবহন অধিদপ্তরের চীফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার ক্যাপ্টেন জসিম উদ্দিন বলেন বর্তমান খসড়া আইনে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কারও মতামত বাকী থাকলে তাদের মতামত নিয়ে উক্ত বিধিমালা প্রণয়ন করা উচিত হবে। বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (ট্রাফিক) জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আরেকটি সভা আয়োজন করার জন্য সভাপতিকে অনুরোধ জানান। এছাড়াও, সভায় বক্তব্য প্রদান করেন মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ওশান গোয়িং শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিগণ।

২.৫। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

২.৫.১.। প্রস্তাবিত বিধিমালাটির উপর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কারও মতামত না পাওয়া গেলে তাদেরকে পুনরায় পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.৫.২। খসড়া বিধিমালা সংক্রান্ত আরেকটি সভা আয়োজন করতে হবে এবং উক্ত সভায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের মতামতসহ প্রাপ্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মতামতসমূহ আলোচনা করে বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৮-১০-২০২১
(মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী)
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

নং-১৮.০০.০০০০.০২৪.০০৪.০২.২১- ২৪৬

তারিখ: ০১-১১-২০২১।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১-৭। চেয়ারম্যান, জানরক/চবক/মোবক/পাবক/বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/বাস্থবক।
৮। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
১০। কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, জুলদিয়া আনোয়ারা, চট্টগ্রাম-৪২০৬।
১১। পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম।
১২। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, দক্ষিণ হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম-৪১০০।
১৩। প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌবাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম।
১৪। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০।
১৫। সি: এনালিস্ট/প্রোগ্রামার/সহ: প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৬। সভাপতি/সা: সম্পাদক, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশন, চেম্বার হাউজ (২য় তলা), ৩৮ আগ্রাবাদ, বা/এ, চট্টগ্রাম।
১৭। সভাপতি, বাংলাদেশ ওশান গোয়িং শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন, ৪৮, পুরানা পল্টন, আমানত মঞ্জিল, ঢাকা।
১৮। সভাপতি, বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা।
১৯। সভাপতি, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ট্যাংকার ওনার্স এসোসিয়েশন, ব্লক সি, বিজিএমই এ কমপ্লেক্স-২৩/১, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২০। সভাপতি, কোস্টাল শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন, সিলভার রেইন টাওয়ার, ফ্লাট নং ৫/ডি, ৪৮ বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০।
২১। সভাপতি, বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশন, ১৫/৫, বিজয় নগর, আকরাম টাওয়ার, ঢাকা।
২২। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) মহোদয়ের দপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৩। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুগ্মসচিব (জাহাজ) মহোদয়ের দপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০১/১১/২০২১
(মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ২২৩৩৮০৭৮৬